এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৯ / অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ / রেজি নং-২৪-৮৭

মহারশি উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে

শেরপুরে মহারশি উপ-প্রকল্প উদ্বোধন: কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত

শেরপুর, ২৯ নভেম্বর ২০২৫: বাংলাদেশ সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর যৌথ অর্থায়নে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার মহারশি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, এ উদ্যোগটি গ্রামীণ পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন ও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে বলেন, গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে জাইকা বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, মহারশি উপ-প্রকল্প শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, বরং এটি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নের একটি কার্যকর মডেল।

বাংলাদেশ সরকার, জাইকা এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম বলেন, এ প্রকল্পটি টেকসই কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অনন্য উদাহরণ। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম সম্প্রসারণে জাইকার আরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এ উপ-প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাবার ড্যামের মাধ্যমে সংরক্ষিত পানি ব্যবহার করে প্রায় ১,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, যার ফলে প্রায় ১,৫০০ কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন।

এছাড়া, ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও টেকসই করা হয়েছে। কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সহজ করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এগ্রোবিজনেস সেন্টার, গুদামঘর ও চাতাল। পাশাপাশি কৃষি সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য গ্যারেজ, ফার্ম অ্যাক্সেস রোড এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যা স্থানীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বার্ষিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ১১,৬৫০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৩১৮ টনে উন্নীত হয়েছে।

এছাড়া, মহারশি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির আর্থিক ভিত্তিও শক্তিশালী হয়েছে, যার শেয়ার মূলধন ৯.১৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ৪.৩৮ লক্ষ টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১২.২১ লক্ষ টাকার এফডিআর গঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাইকার সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ শোজি ইজুমি, ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ সানিউল হক, এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, পরামর্শক দলের টিম লিডার ইয়োজিরো সেকিগুচি, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য, স্থানীয় কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, মহারশি উপ-প্রকল্প দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুরূপ টেকসই কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ গ্রহণে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে কাজ করবে।

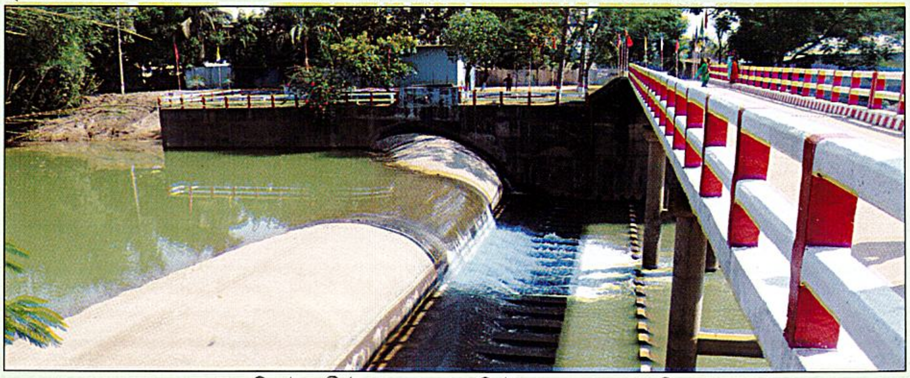

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায় মহারশি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়িত রাবার ড্যাম

সম্পাদকীয়

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো: টেকসই উন্নয়নের অনিবার্য পথচলা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং নদীভাঙনের মতো বহুমাত্রিক দুর্যোগ আজ দেশের গ্রামীণ ও নগর জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এসব প্রাকৃতিক অভিঘাত শুধু মানুষের জীবন-জীবিকাই নয়, বরং কষ্টার্জিত অবকাঠামোকেও বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ এখন সময়ের দাবি।

এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জলবায়ু ঝুঁকিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ করছে। টেকসই অবকাঠামো ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়–এই উপলব্ধি থেকেই এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এলজিইডি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উন্নয়ন সহযোগীদের নীতিমালা অনুসরণ করে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা), জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক (কেএফডব্লিউ)-এর মতো সংস্থার সহায়তা ও নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও সুসংহত করছে।

জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে পরিকল্পনা, ডিজাইন, মানসম্মত নির্মাণ উপকরণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ও কেএফডব্লিউ-এর সহযোগিতায় এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক), যা একটি থিঙ্কট্যাংক হিসেবে কাজ করছে। দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য–নদীবাহিত পলিমাটি, কম ভারবহন ক্ষমতা ও মাটির দুর্বল সংযোজন বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো সুরক্ষায় উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই বাস্তবতায় আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, কংক্রিট ব্লক দিয়ে নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সমাধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নতমানের বিটুমিন, এপোক্সি কোটিংয়ের ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব ব্লকের প্রয়োগ অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বাড়াচ্ছে, বিশেষ করে উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশে।

তবে শুধু প্রচলিত প্রকৌশল সমাধানই নয়, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিও এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। কম ব্যয়, পরিবেশবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব বিবেচনায় মাটির ঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি কার্যকর ও টেকসই উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ধরনের প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

পল্লি খাতে সড়ক, সেতু, কালভার্ট, সাইক্লোন শেল্টার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে এলজিইডি জলবায়ু সহনশীলতার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। একই সঙ্গে দুর্যোগকালীন যোগাযোগ সচল রাখতে কোর রোড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নগর খাতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে জলবায়ু সহনশীল সড়ক, ড্রেনেজ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ চলছে, যেখানে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও সহযোগিতা করছে।

পানিসম্পদ খাতে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, রাবার ড্যাম নির্মাণ, খাল ও জলাধার পুনর্খননের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগ কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সময়ের চাহিদা বিবেচনায় বলা যায়, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ আর কোনো বিকল্প নয়–এটি টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এলজিইডি পেশাদারিত্ব, উদ্ভাবন এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যে পথচলা শুরু করেছে, তা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আরও সহনশীল, সক্ষম ও টেকসই করে তুলবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এলজিইডি সদর দপ্তরে বি-সেইফ প্রোগ্রাম নিয়ে কর্মশালা: বন্যা সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বারোপ

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ২০২৫: প্রস্তাবিত বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (বি-সেইফ) বাস্তবায়নকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সদর দপ্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে বন্যা সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)-এর মহাপরিচালক মোঃ এনায়েত উল্লাহ। তিনি বলেন, বি-সেইফ প্রোগ্রামের আওতায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি বন্যার ঝুঁকি কমাতে বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে বসতভিটা, কৃষিজমি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষিত থাকবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের আরবান ডেভেলপমেন্ট, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস ম্যানেজার ড. আব্দেলরাজ এফ. খলিল। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এবং টেকসই উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বি-সেইফ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বন্যা থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম বলেন, দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। তিনি জানান, এলজিইডি ও বিডব্লিউডিবি যৌথভাবে বি-সেইফ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত সড়ক অবকাঠামো গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারসমূহকে সংযুক্ত করবে, যা স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে গতি আনবে।

প্রস্তাবিত বি-সেইফ প্রোগ্রামের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কর্মশালায় প্রযুক্তিগত উপস্থাপনায় অংশ নেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বি-স্ট্রং প্রকল্প (বিডব্লিউডিবি অংশ)-এর প্রকল্প পরিচালক আবু সালেহ মোহাম্মদ তোফায়েল চৌধুরী। তিনি বন্যা সুরক্ষা ও নদী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বিত কৌশল তুলে ধরেন। এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী ও বি-সেইফ এর ফোকাল পার্সন মোঃ আবু হানিফ মৃধা গ্রামীণ অবকাঠামোকে বন্যা সহনশীল করে তোলার একটি সমন্বিত কাঠামো উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলজিইডি ও বিডব্লিউডিবি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বি-সেইফ প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হলে দেশের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে টেকসই ও সহনশীল অবকাঠামো গড়ে উঠবে, যা দীর্ঘমেয়াদে মানুষের জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রুবিমস সফটওয়্যার নিয়ে কর্মশালা: গ্রামীণ সেতু ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল রূপান্তরের নতুন দিগন্ত

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫: গ্রামীণ সড়কে সেতুর কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার করতে রুরাল ব্রিজ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রুবিমস)-এর ওপর রাজধানীর একটি হোটেলে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এই উদ্ভাবনী সফটওয়্যারটি তৈরি করেছে।

কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন বলেন, নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গ্রামীণ সেতুর নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, রুবিমস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবিএম বেজাউল বারী বলেন, এই সফটওয়্যার দেশের সেতু অবকাঠামোর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও আধুনিক করছে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

সিটিসিআরপি: ২২ পৌরসভায় জলবায়ু সহিষ্ণু ও টেকসই নগর গড়ার অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের উপকূলীয় শহরগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত ও টেকসইভাবে গড়ে তুলতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (সিটিসিআরপি)–যা ইতোমধ্যেই ২২টি পৌরসভায় দৃশ্যমান পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ২,৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ৪৩০ কোটি টাকা এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর ঋণ সহায়তা ২,১৫০ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই প্রকল্প ২০২৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

স্বরূপকাঠী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ কাম সাইক্লোন শেল্টার

বরিশাল, খুলনা ও ঢাকা বিভাগের ১০টি জেলার ২২টি পৌরসভা দীর্ঘদিন ধরে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা ও দুর্বল অবকাঠামোর কারণে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। এই বাস্তবতায় সিটিসিআরপি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার লক্ষ্য হলো এসব শহরকে জলবায়ু সহিষ্ণু করে তোলা, বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় ৩০৯.১৮ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ১৪০.৯৭ কিলোমিটার ড্রেন ও ২৩টি স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য ৬৬ পৌরসভায় আধুনিক আবাসন নির্মাণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের পৌরসভাগুলোর পরিচ্ছন্নকর্মীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এ পেশাজীবীদের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মর্যাদাপূর্ণ আবাসন নিশ্চিত করতে দেশের ৬৬টি পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় ৭ তলা বিশিষ্ট মোট ৭৯টি আধুনিক আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে, যেখানে সর্বমোট ৩,০৪০টি ফ্ল্যাট থাকবে। ৬৯.৬২ বর্গমিটার আয়তনের (নীট আয়তন ৪০ বর্গমিটার) প্রতিটি ফ্লাটে থাকবে ১টি মাস্টার বেড, লিভিং কাম ডাইনিং, কিচেন ও টয়লেট। এসব ভবনের ৩১টিতে থাকবে ২৪টি ফ্লাট, ১৫টিতে থাকবে ৩৬টি ফ্লাট, ২৬টি ভবনে ৪৮টি ও ৭টি ভবনে থাকবে ৭২টি ফ্লাট। প্রতিটি ভবন কমপ্লেক্সে গেটসহ সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ সড়ক এবং উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে, যা বসবাসকারীদের যাতায়াত সহজ করবে। পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিত করতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে, যা বসবাসের পরিবেশকে আরও স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য করে তুলবে।

প্রকল্প পরিচালক মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ৪৮ ফ্লাট বিশিষ্ট আবাসিক ভবন পরিদর্শন করছেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী ও মুন্সীগঞ্জ জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী

১,১৪১.৫২ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩১টি পৌরসভায় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং ৩টি পৌরসভায় দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। অন্যান্য পৌরসভায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ২১ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যা প্রকল্পটির সফল অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত বহন করে।

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকল্প পরিচালক মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় ৪৮ ফ্লাট বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এসময় প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জাকিউর রহমান, মুন্সীগঞ্জ জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে দেশের ৬৬টি পৌরসভার মোট ৩,০৪০টি পরিচ্ছন্নকর্মী পরিবার উন্নত আবাসন সুবিধা লাভ করবে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও রোগবালাই কমবে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে এ উদ্যোগ পরিচ্ছন্নকর্মীদের কর্মে উৎসাহিত করবে এবং নগর সেবার মান উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

গ্রামীণ বাজারে আধুনিক অবকাঠামো: এলজিইডির প্রকল্পে বাড়ছে ব্যবসা ও কর্মসংস্থান

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় চারতলা ফাউন্ডেশনসহ দৃষ্টিনন্দন মোট ৫০৭টি দ্বিতল আধুনিক মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২২৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ১৩৯টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। স্থানভেদে এসব মার্কেট ভবনের প্রতিটি তলার আয়তন ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার বর্গফুট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এক ছাদের নিচে সকল ধরনের বাজার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনগুলোর নিচতলায় মাছ, মাংস ও সবজির দোকানের পাশাপাশি দোতলায় হার্ডওয়্যার, গার্মেন্টস, কসমেটিকসসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আধুনিক এসব মার্কেট ভবনে নারীদের জন্য আলাদা দোকান বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া পৃথক টয়লেট সুবিধা, নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য সাবমারসিবল/সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ও ওভারহেড ট্যাংকের ব্যবস্থা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

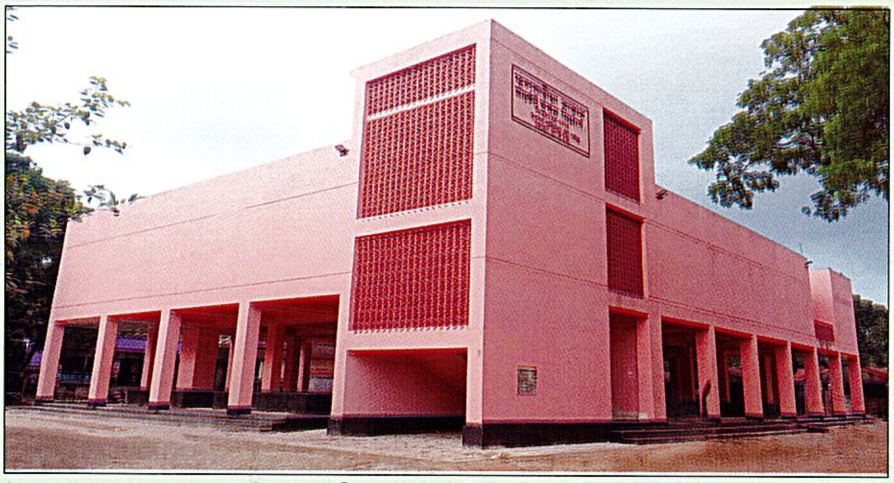

ফুলবাড়ীয়া বাজার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

মার্কেট ভবনগুলোর নির্মাণ শেষে 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩' এবং 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫' অনুযায়ী দোকান বরাদ্দ, ইজারা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে দেশে একটি সুশৃঙ্খল ও টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে উঠছে।

এই আধুনিক বাজার অবকাঠামো নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনগণ উন্নত পরিবেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার হয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রান্তিক উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন, যা দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি উন্নত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা সহজেই জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সার্বিকভাবে, এলজিইডির এ উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ক্রিম প্রকল্পে কেএফডব্লিউ রিভিউ মিশন সম্পন্ন

গত ২২-২৭ নভেম্বর ২০২৫ সময়কালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্প এবং এর আওতাধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)-এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য উন্নয়ন সহযোগী জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক (কেএফডব্লিউ) প্রোগ্রেস রিভিউ মিশন সম্পন্ন করেছে। মিশনে নেতৃত্ব দেন কেএফডব্লিউ-এর পোর্টফোলিও ম্যানেজার জোহান্স হ্যাংগস্ট। মিশনের অন্য সদস্যরা হলেন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট পিটার রুনি এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট পোর্টফোলিও কো-অর্ডিনেটর শেখ তৌহিদুর রহমান।

এলজিইডি ক্রিম-ক্রিলিক প্রকল্পের কেএফডব্লিউ রিভিউ মিশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মিশন গত ২২-২৪ নভেম্বর সাতক্ষীরা জেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। ২৫ নভেম্বর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম এর সঙ্গে ক্রিম প্রকল্প ও ক্রিলিকের কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ নভেম্বর মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইআরডি এবং জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড)-এর সঙ্গে ক্রিলিকের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। পরদিন ২৭ নভেম্বর এলজিইডির কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে রিভিউ মিশন শেষ হয়।

রিভিউ মিশনে এলজিইডির পক্ষে অংশ নেন ক্রিম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ লতিফ হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সহকারী প্রকৌশলী অর্পন পাল ও সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ।

কলাপাড়া পৌরসভায় এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রমে বদলে যাচ্ছে নগরচিত্র

বাংলাদেশ ও কুয়েত সরকারের যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া পৌরসভায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পৌর এলাকার সড়ক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে, যা পৌরবাসীর যাতায়াতকে করেছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রায় ২ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে জলাবদ্ধতা কমেছে এবং মশা-মাছির উপদ্রব হ্রাস পেয়ে জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

কলাপাড়া পৌরসভায় নির্মিত নতুন সড়ক

পৌরবাসীর বিনোদন ও সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আধুনিক পার্ক ও খেলার মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে, যা স্থানীয়দের জন্য নতুন বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বাজার এলাকায় একটি আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা ইজারার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিক সেবা নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে পৌরসভার রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছবাজার ও কাঁচাবাজার এলাকায় ভেজিটেবল ও এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট মার্কেট নির্মাণের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতারা এখন স্বাস্থ্যসম্মত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছেন। সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে কলাপাড়া পৌরসভায় নাগরিক সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় খাল ও পুকুর খননের ফলে উপকার পাচ্ছেন স্থানীয় জনগণ

এলজিইডি'র সারাদেশে পুকুর ও খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)-এর আওতায় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় শিবপাশা বিল থেকে জুজনাল নদী পর্যন্ত (বাঘমারা খাল) খাল খনন করা হয়েছে। খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য ১,০৯৪.৯৪ মিটার। খননের আগে খালটির বিভিন্ন অংশ ভরাট হয়ে পড়েছিল। এ কারণে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে বাহুবলে প্রায় বন্যা দেখা দিতো। বন্যার পানি লোকালয়ে ঢুকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করতো। খালটি খননের ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টি বা বন্যার হাত হতে ধান, পাট, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফসল রক্ষা পাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে খালের পানি ব্যবহার করে প্রায় ৪৮৬.৩৫ একর জমিতে শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ খালে মাছ ধরতে পারছেন। খালের পাড়ে ঘাস চাষ করে গবাদি পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় শিবপাশা বিল হইতে জুজনাল নদী পর্যন্ত (বাঘমারা খাল) খালের দুই পাশে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বেড়েছে

একই প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় কানাইলাল আখড়ার পুকুর খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মন্দিরে আসা দর্শনার্থী ও স্থানীয় জনগণ গোসল ও দৈনন্দিন কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারছেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ পুকুরে মাছ চাষ করে মাছের চাহিদা পূরণ করছেন। পুকুরটি পুনর্খননের ফলে মন্দিরের সামনে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে এলজিইডির সড়ক উন্নয়ন ও সেতু নির্মাণে বাড়ছে যোগাযোগ সুবিধা

এলজিইডির ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর জেলায় সড়ক ও সেতু অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, যা স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রকল্পের আওতায় গোসাইরহাট উপজেলায় নাগেরপাড়া জিসি (দপ্তরি বাড়ি) থেকে খাসেরহাট পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটি নির্মাণের ফলে গোসাইরহাট উপজেলার সঙ্গে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ এখন কালকিনি হয়ে সহজেই বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করতে পারছেন।

নবনির্মিত শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া জিসি (দপ্তরী বাড়ী) থেকে খাসেরহাট সড়ক

এ সড়ক উন্নয়নের ফলে কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা স্বল্প সময়ে এবং কম খরচে পণ্য পরিবহন করতে পারছেন, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সারা বছর উন্নত সড়ক সুবিধা পাওয়ায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

অন্যদিকে, একই প্রকল্পের আওতায় জাজিরা উপজেলার খালেক স্মৃতিসংঘ-জয়নগর জিসি সড়কে ৮০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি জাজিরা উপজেলার সঙ্গে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছে। ফলে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজতর হয়েছে।

সমন্বিত এই অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে শরীয়তপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ: যানবাহনের নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা

গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক-অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদারভাবে পরিচালনা করছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়মিত, সময়ান্তর এবং জরুরি–এই তিন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩২২ কিলোমিটার পাকা গ্রামীণ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২২ হাজার ২১৪ কোটি টাকা চাহিদার বিপরীতে সংশোধিত বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দের আলোকে সারা দেশে ৫ হাজার ৪০০ কিলোমিটার সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রামীণ সড়ক মেরামত কার্যক্রমে সময়ান্তর ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি যান চলাচল উপযোগী সড়কসমূহে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দল (এমএমটি) এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর মাধ্যমে সারাদেশে সমন্বিতভাবে কাজ চলমান রয়েছে। পাকা সড়কের উপরিভাগ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় ৮ হাজার কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দলের মাধ্যমে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির অধীনে ৬৮.১২ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। অপরদিকে, সড়কের পার্শ্ববর্তী কাঁচা অংশ মেরামতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে ২০৮.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যার আওতায় ১৭ হাজার ৪০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমে ১৭,৩৯৯ জন শ্রমিক এবং ১,০৬৯ জন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বটতলী জিসি-গাবতলী হাট আরএন্ডএইচ সড়ক উপজেলা নিয়ামতপুর, নওগাঁ

ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলায় অধিকাংশ প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়েছে এবং কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৭৭০ কিলোমিটার সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৮ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রায় ৩৩ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি এবং মোট বরাদ্দের বিপরীতে ২১.২৬ শতাংশ আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের সময়োপযোগী ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের ফলে সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়, সড়ক দুর্ঘটনা কমে এবং পণ্য পরিবহন ব্যয় ও যানবাহন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পায়। একইসঙ্গে, এ কার্যক্রম গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এলজিইডিতে প্রধান প্রকৌশলীর (রুটিন দায়িত্ব) দায়িত্ব গ্রহণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক অফিস আদেশে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ববর্তী প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) মোঃ আনোয়ার হোসেনের স্থলাভিষিক্ত হন।

জাবেদ করিম ১৯৯০ সালের ১৮ জুলাই পিএসসির মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষাজীবনে জাবেদ করিম ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি), খুলনা থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম থেকে ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্ডশায়ার থেকে ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) জাবেদ করিম অবসরোত্তর ছুটিতে গেলে ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক অফিস আদেশে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কাজী গোলাম মোস্তফাকে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কাজী গোলাম মোস্তফা ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল পিএসসির মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্ব এবং ২০২৫ সালের ১২ অক্টোবর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবনে কাজী গোলাম মোস্তফা ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে নেদারল্যান্ডসের ডেলফ ইনস্টিটিউট ফর ওয়াটার এডুকেশন থেকে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

রুবিমস সফটওয়্যার নিয়ে কর্মশালা

৩য় পৃষ্ঠার পর

তিনি জানান, সফটওয়্যার ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে প্রায় ৬০০ প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের প্রায় ৮০ হাজার সেতুর তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গ্রাম সড়কের ৫০ হাজার সেতুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক মোঃ লুৎফর রহমান রুবিমসকে একটি উদ্ভাবনী ও কার্যকর সিদ্ধান্ত সহায়ক টুল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি সফটওয়্যারটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে নীতিগত নির্দেশনা জারির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন পরামর্শক মোঃ নূর হোসেন হাওলাদার। প্রযুক্তিগত সেশনে রুবিমসের বিভিন্ন কার্যকারিতা তুলে ধরেন পরামর্শক ইমদাদুল হক ও মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। এছাড়া ব্রিজ ইসপেকশন ও ডাটা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বিষয়ে উপস্থাপনা করেন সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ।

উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সফটওয়্যারটিকে আরও ব্যবহারবান্ধব ও কার্যকর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে আসে। সমাপনী বক্তব্যে মোঃ বেলাল হোসেন কর্মশালার সার্বিক গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কর্মশালায় এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী ও পরামর্শক অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, রুবিমস সফটওয়্যার দেশের গ্রামীণ সেতু ব্যবস্থাপনায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

টেকসই নগর গড়ার অগ্রযাত্রা

৩য় পৃষ্ঠার পর

এই অবকাঠামো প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার পাশাপাশি দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সেতু নির্মাণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উন্মুক্ত জনপরিসর উন্নয়ন এবং প্রকৃতিনির্ভর সমাধান– যেমন ম্যানগ্রোভ সবুজ বেষ্টনী ও জলাধার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২২টি বস্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও আলোকসজ্জা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ফলে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিও কমবে।

প্রকল্পের আওতায় ২১টি মাল্টিপারপাস মার্কেট ও ৪টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে, যা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পণ্য পরিবহন সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি বোট ল্যান্ডিং স্টেশন, পাবলিক টয়লেট, ওয়াশ ব্লক, বাস বে, পন্টুন ও খাল পুনর্খননের মতো উদ্যোগ নগর সেবার পরিধি আরও বাড়াবে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশ। সিটিসিআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় শহরগুলো শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, বরং জলবায়ু সহিষ্ণু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর হিসেবে গড়ে ওঠার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রযাত্রা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য নগর নিশ্চিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অবসরোত্তর ছুটিতে এলজিইডির ৮ প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর আটজন জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী ২০২৫ সালের বিভিন্ন সময়ে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গেছেন। তারা দীর্ঘ কর্মজীবনে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ২৬ অক্টোবর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯০ সালের ১৮ জুলাই উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হয়ে সর্বশেষ প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম ১ ডিসেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯০ সালের ১৮ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১ ডিসেম্বর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আমিনুল ইসলাম ১ অক্টোবর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর নেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১ অক্টোবর নীলফামারী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ মঞ্জুর আলী ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন শেষে ১১ অক্টোবর ২০২৫ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ মঞ্জুর আলী ১৯৬৬ সালের ১১ আগস্ট দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শাহানুর ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৬৬ সালের ১১ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আল আমিন খান ৮ নভেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই ফেনী সদর উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ৮ নভেম্বর রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ সেলিম সরকার ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল এলজিইডি সদর দপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শেখ মোঃ আনিছুর রহমান ১ নভেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়া এলজিইডির এসব প্রকৌশলী দীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের অবসরোত্তর জীবনের জন্য সহকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে শুভকামনা জানানো হয়েছে।

তিনদিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

১০ম পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নীতিনির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

স্বাগত বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ শফিকুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে এলজিইডি সবসময় জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্রিলিকের এ ধরনের উদ্যোগ সেই প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব প্রতিফলন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এলজিইডির ৩০ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী প্রশিক্ষণে অংশ নেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্রিলিক আয়োজিত জেন্ডার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ক তিনদিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর জলবায়ু সহিষ্ণু স্থানীয় অবকাঠামো কেন্দ্র (ক্রিলিক) আয়োজিত জেন্ডার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ক তিনদিনব্যাপী

জেন্ডার এন্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণে সমাপনী বক্তব্য ও সনদ বিতরণ করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক সৈয়দা আসমা খাতুন এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সৈয়দ শফিকুল ইসলাম

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এলজিইডি সদর দফতরে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ক্রিলিকের পরিচালক সৈয়দা আসমা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ ও জেন্ডার) সৈয়দ শফিকুল ইসলাম এবং ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ লতিফ হোসেন। সমাপনী বক্তব্যে সৈয়দা আসমা খাতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *এরপর পৃষ্ঠা-০৯*

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ প্রণয়নে এলজিইডির প্রকৌশলীর ভূমিকা

সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় দক্ষতা, ব্যয়-সাশ্রয় ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন, ২০০৩ (পিপিআর, ২০০৩) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এ রেগুলেশন আইনে পরিণত হলে প্রবর্তিত হয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ (পিপিএ, ২০০৬)। এই আইনের ভিত্তিতেই ২০০৮ সালে প্রণয়ন করা হয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর, ২০০৮), যা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পিপিআর, ২০০৮ বাস্তবায়নের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে

পিপিআর ২০২৫ প্রণয়নে বিশেষ অবদানের জন্য এলজিইডির প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ গোলাম ইয়াজদানীকে সম্মাননা প্রদান করছেন আইএমইডির সচিব

সাম্প্রতিক সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সরকার এ বিধিমালা অনুমোদন করে। নতুন এ বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডব্লিউডি), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএইচডি) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এ কমিটিতে এলজিইডির পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) মোঃ গোলাম ইয়াজদানী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিধিমালা প্রণয়নে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি-এর পক্ষ থেকে মোঃ গোলাম ইয়াজদানীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ছবিতে আইএমইডির সচিবের নিকট থেকে সম্মাননা গ্রহণ করছেন মোঃ গোলাম ইয়াজদানী।

অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ প্রদান

শেষ পৃষ্ঠার পর

এলজিইডি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মূল্যায়ন কমিটি উপস্থাপনাগুলো যাচাই-বাছাই করে বিজয়ী নির্বাচন করে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন–

ক্যাটাগরি: ইনোভেটিভ আইডিয়া

গ্রুপ-এ

১ম: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আনিসুল ওয়াহাব খান
২য়: প্রকল্প পরিচালক হরিকিংকর মোহান্ত
৩য়: (যৌথভাবে) নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদ হোসেন ও আহসান কবির

গ্রুপ-বি

১ম: সহকারী প্রকৌশলী মো. নাজিম উদ্দিন
২য়: উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেহেদি হাসান
৩য়: সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুর রহমান

গ্রুপ-সি

১ম: (যৌথভাবে) উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি শুভ ও মোহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম

ক্যাটাগরি: লেসনস লার্নড

গ্রুপ-এ

১ম: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আনিসুল ওয়াহাব খান
২য়: নির্বাহী প্রকৌশলী ফখরুল ইসলাম

গ্রুপ-বি

১ম: উপজেলা প্রকৌশলী আয়েশা আখতার
২য়: উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেহেদি হাসান
৩য়: সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ক্যাটাগরি: বেস্ট প্র্যাকটিসেস

গ্রুপ-এ

১ম: নির্বাহী প্রকৌশলী আহমেদ শাফি
২য়: নির্বাহী প্রকৌশলী আহসান কবির

গ্রুপ-বি

১ম: সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল
২য়: উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ মেহেদি হাসান
৩য়: সহকারী প্রকৌশলী অর্পিতা মজুমদার

গ্রুপ-সি

১ম: উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি শুভ

ইএসসিবি-তে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে এলজিইডি'র আটজন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ষাট জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি)-এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণার্থীদের এলজিইডি ও এলজিইডি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর সার্বিক ধারণা প্রদান করা। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬২৬ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডিতে যোগদান করেন। এর মধ্যে বর্তমানে ৫৩০ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্মরত আছেন এবং সকলেই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। ফলোশ্রুতিতে নিয়োগকৃত সকল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের চাকুরী স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়ার সকল অন্তরায় দূর হয়েছে। এলজিইডি অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এসব প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

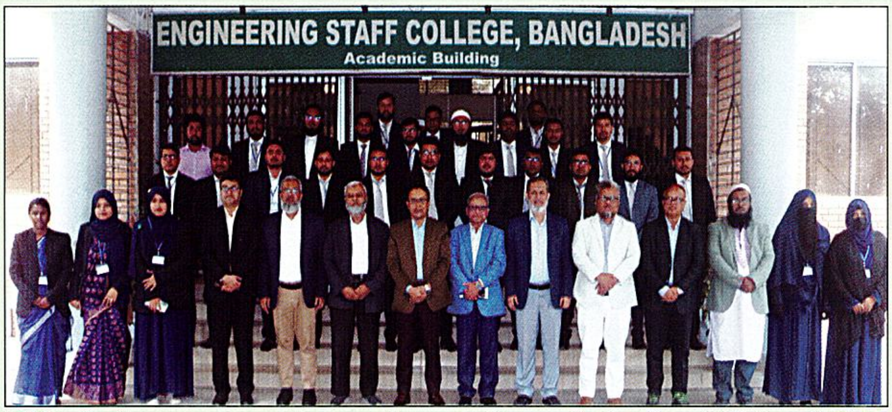

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ প্রাঙ্গনে উক্ত একাডেমি-এর কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ইউনিটের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৌশলীগণ কারিগরি বিষয়সমূহ, উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সাইট ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ও উন্নয়ন, পরিবেশ, ভূমিঅধিগ্রহণ ও ভূমি সংস্কার এবং উপজেলা পরিষদ, সংবিধান, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আশা করা যায়, প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকেই মাঠ পর্যায়ে কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন।

একনেকে এলজিইডির ৫ প্রকল্প অনুমোদন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বারোপ

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সাম্প্রতিক সভায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর ও ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় এসব প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন পায়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে– মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প; সময়কাল: জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৯; প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫০.০০ কোটি টাকা; সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প; সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ - জুন ২০৩০; প্রাক্কলিত ব্যয়: ১,৯৩০.০০ কোটি টাকা; পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প; সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০২৯; প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০০.০০ কোটি টাকা; সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প; সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৪ - জুন ২০২৯; প্রাক্কলিত ব্যয়: ১,৯৫২.১৪ কোটি টাকা; এবং জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প; সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৬ - ডিসেম্বর ২০৩০; প্রাক্কলিত ব্যয়: ১,২৬৮.৮০ কোটি টাকা।

প্রথম চারটি প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ এবং ডেনমার্কের ডানিডা ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করবে। এই প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেবে ৩০৫ কোটি টাকা।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পল্লি অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এর মধ্যে সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ, হাওর ও উপকূলীয় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং স্যানিটারি ও অন্যান্য আর্থসামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে।

প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

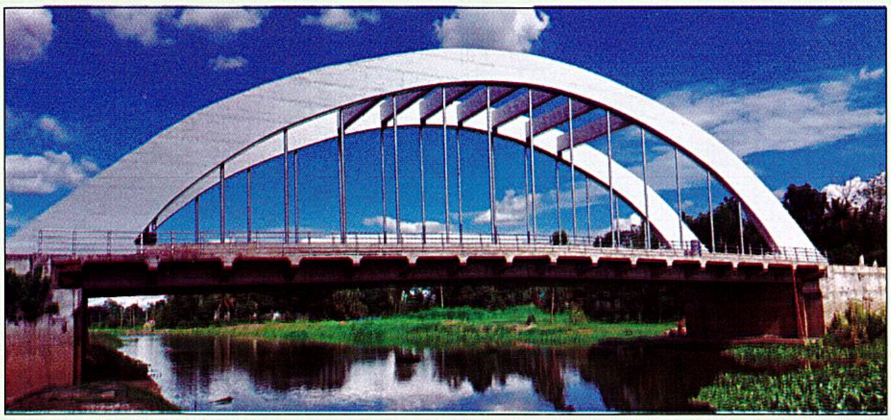

উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় নির্মিত ৪০ মিটার আর্চ গার্ডার ব্রিজ

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ সদর থেকে পূর্ব হাতিরপাড় ভায়া ডিসাবন্দো জামে মসজিদ বাইপাস সড়কে নির্মিত ৪০ মিটার আর্চ গার্ডার ব্রিজটি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। সেতুটি চালু হওয়ায় মনোহরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাসনাবাদ বাজার, দাদঘর বাজার, মান্দারগাঁও ও পোমগাঁও বাজারে দ্রুত ও সহজে যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি মনোহরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে পৌছানোও এখন অনেক সহজ হয়েছে।

ব্রিজটি বাতাবাড়িয়া (খিলা)-মনোহরগঞ্জ সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করায় লাকসাম উপজেলার সঙ্গে নোয়াখালী আরএইচডি সড়কের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার কমে এসেছে। সেতু নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে পারছে এবং কৃষক ও মৎস্যচাষীরা সহজে তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলার বিভিন্ন বাজারে পৌছে দিতে পারছেন। এর পাশাপাশি সেতুটির নান্দনিক নকশা ও মনোরম পরিবেশ স্থানীয় মানুষের কাছে এটিকে একটি আকর্ষণীয় বিনোদনকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত করে তুলেছে।

ক্রিলিকের উদ্যোগে অ্যাডাপ্টেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ প্রদান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)-এর উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অ্যাডাপ্টেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে উদ্ভাবনী ধারণা, উন্নত পদ্ধতি এবং উত্তম চর্চাগুলোকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং প্রকৌশলীদের এ বিষয়ে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম। তিনি বিজয়ীদের হাতে সনদপত্র ও প্রাইজমানি তুলে দেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক কাজী গোলাম মোস্তফা বলেন, ক্রিলিক একটি সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে উঠবে, যা এলজিইডির জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কেএফডব্লিউ-এর পোর্টফোলিও কো-অর্ডিনেটর শেখ তৌহিদুর রহমান। এ সময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. বেলাল হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এগুলো হলো–ইনোভেটিভ আইডিয়া, লেসনস লার্নড ও বেস্ট প্র্যাকটিসেস। প্রতি ক্যাটাগরিতে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত প্রতিযোগীরা লিখিত আকারে তাঁদের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপন করেন। *এরপর পৃষ্ঠা-১০*

ইলেক্ট্রনিক এনলিস্টমেন্ট সিস্টেম (ইইএস): ঠিকাদার তালিকাভুক্তির নতুন অধ্যায়

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৫২ অনুযায়ী প্রতিবছর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর মাঠপর্যায়ে ঠিকাদার তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়াটি ছিল সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল–ফরম সংগ্রহ, পূরণ, চালান জমা এবং পুনরায় অফিসে এসে জমা দেওয়ার মতো সময়সাপেক্ষ ধাপগুলো ছিল ঠিকাদারদের জন্য ভোগান্তির।

এই প্রেক্ষাপটে প্রক্রিয়াটিকে সময়োপযোগী ও সহজ করতে এলজিইডির মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট, আইসিটি ইউনিট, প্রকিউরমেন্ট ইউনিট এবং ইনোভেশন টিমের সমন্বয়ে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকিউরমেন্ট ও আইসিটি ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি অনলাইনে সম্পূর্ণ তালিকাভুক্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেখানে ফরম পূরণ থেকে শুরু করে পেমেন্ট গেটওয়ে পর্যন্ত সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স, ট্রাবলশুটিং, প্রয়োজনীয় বাজেট–এসব বিষয় বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে আসে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের এটুআই (a2i) উদ্যোগের আওতায় মাইগভ ডট বিডি (mygov.bd) প্ল্যাটফর্মকে কার্যকর সমাধান হিসেবে নির্বাচন করা হয়, যা বিনামূল্যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা প্রদান করে।

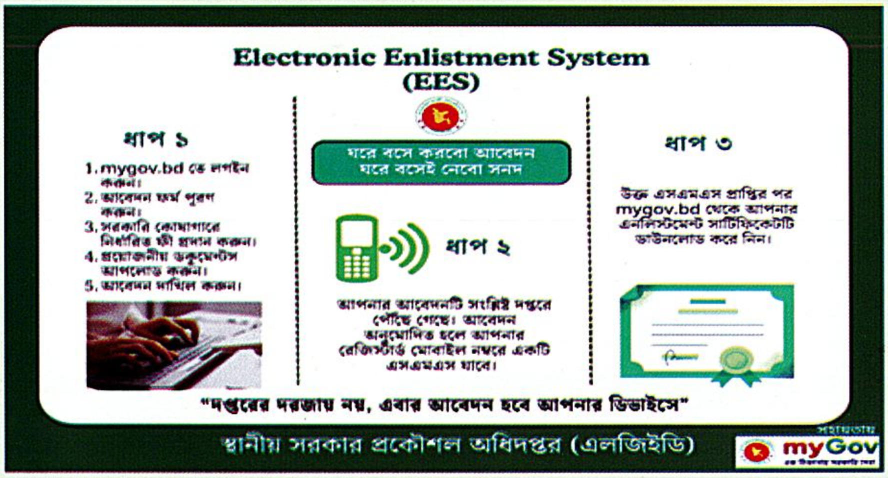

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাইগভ বিডির সাথে যৌথভাবে ইলেক্ট্রনিক এনলিস্টমেন্ট সিস্টেম (ইইএস) উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। ধারাবাহিক ওয়ার্কশপ, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে সিস্টেমটির খসড়া প্রস্তুত হয়। পরবর্তীতে এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হলে দ্রুত মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

ফাইনাল ওয়ার্কশপের পর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে সারাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়, যেখানে মাইগভ টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষণ ব্যয় বহন করে এলজিইডির লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স অ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট। অবশেষে মাইগভ বিডি প্ল্যাটফর্মে ইইএস সেবাটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।

ইইএস শুধু একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, এটি একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা। মাত্র পাঁচ মাসে বাস্তবায়িত এই উদ্যোগ ঠিকাদার তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বচ্ছ ও সময়সাশ্রয়ী করেছে। এর মাধ্যমে এলজিইডির নাগরিক সেবায় ডিজিটাল রূপান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হলো।

উপদেষ্টা : কাজী গোলাম মোস্তফা, প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), এলজিইডি, **সম্পাদক :** মোঃ বেলাল হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় : আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। প্রকাশনা ও সার্বিক সহায়তায় : মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার শাখা। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd